২০৪

ভোরের কাগজ

তারিখ ...JUL. 23 1999
পৃষ্ঠা কলাম

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

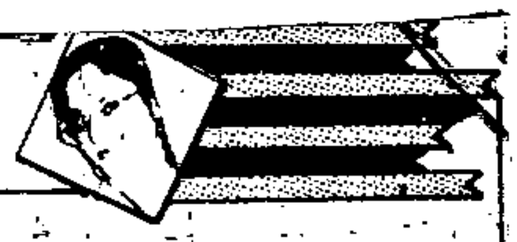

কারিগরি শিক্ষকতায় সংখ্যালঘু ও নারীরা অবহেলিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বর্তমান সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার নারী জাগরণের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকারের অগোচরে একটি মৌলবাদী গোষ্ঠীর কার্যক্রমে দেশের ২০টি পলিটেকনিক, ৫৩টি ভোকেশনাল, ১৩টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, তিনটি মনোটেকনিকসহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এবং মহিলাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণে উচ্চশিক্ষা ও বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্স থেকে ৭/৮ বছর যাবৎ বঞ্চিত রাখা হচ্ছে।

গত ২ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে ইসলামিক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (আইআইটি) জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এখানে (আইআইটি) বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক মানের থাকা খাওয়া, নাশতা, দেশী-বিদেশী উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষক খুব ভালো ফলাফল, আন্তর্জাতিক মানের বৃত্তি-মেডিকেল ও অন্য সুযোগ-সুবিধাসহ মাস্টার অফ সায়েন্স ইন-টেক-এডুকেশান, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন-টেক-এডুকেশন, অন্যান্য চারটি কোর্স, আটটি বিভিন্ন কোর্স ও স্পেশাল কোর্সসমূহ চালু আছে। উল্লেখ্য, দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে সবার সমঅধিকার থাকলেও সংখ্যালঘু ও মহিলা শিক্ষকরা অজানা কারণে এ পর্যন্ত আইআইটিতে অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সম উচ্চশিক্ষা প্রদানসহ শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালে সৃষ্ট টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকাতে শুধু ডিপ-ইন-টেক-এডুকেশন ও ব্যাচেলর অফ সায়েন্স-ইন-টেক-এডুকেশন চালু আছে। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতার পর থেকে যে বিভিন্ন কোর্স চালু ছিল তার সব ৩/৪ বছর পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে টিটিসি খুব জরাজীর্ণ অবস্থায়। ফলে সংখ্যালঘু ও মহিলারা মাস্টার অফ সায়েন্স-ইন-টেক-এডুকেশন-এর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাসহ অন্যান্য কোর্স থেকে বঞ্চিত হয়ে পশ্চাৎপদ হচ্ছে। অথচ এই উচ্চশিক্ষার উপর নির্ভর করে বেতন বৃদ্ধি, প্রমোশন ও সামাজিক মর্যাদা। স্বাধীনতার পর থেকে এই শিক্ষা জগতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সমান অধিকার থাকলেও গত কয়েক বছর যাবৎ বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে।

দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি এই কারিগরি শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করে কয়েক বছর পূর্বে সৃষ্ট বেড়াজাল থেকে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতিশীল বিবেচনা ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

সৌমেন নন্দী
২২ নং রাজগঞ্জ, কুমিল্লা